ঝিনাইদহে জুলাই শহিদ দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহিদদের স্মরণে ঝিনাইদহে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় শহিদ পরিবারের সদস্য, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী প্রতিনিধি, রাজনৈতিক ও সেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বুধবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল। এসময় জেলা পুলিশ সুপার মনজুর মোর্শেদ, শহিদ রাকিবের বাবা লুৎফর রহমান, মা হাফেজা খাতুন, শহিদ সাব্বিরের বাবা আমোদ আলী, ছাত্র প্রতিনিধি সাইদুর রহমান, আবু হুরায়রাসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক রথীন্দ্র নাথ রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুন্না বিশ্বাস, জেলা সিভির সার্জন ডা. মো. কামরুজ্জামান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ষষ্টী চন্দ্র রায়, জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী আব্দুল আওয়াল, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ কাজল, জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক তহুরা খাতুন প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বৈষম্যহীন সমাজ, রাষ্ট্র বিনির্মাণের স্বপ্ন নিয়ে জুলাই শহীদরা জীবন দিয়ে ফ্যাসিবাদের পতন ঘটিয়েছে। দেশের গণতন্ত্র, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছিল জুলাই গণ-অভ্যুত্থান। জুলাই যোদ্ধারা জাতির নতুন অনুপ্রেরণা। তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করেই একটি মানবিক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়া সম্ভব।

আলোচনা সভা শেষে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহে আত্মহত্যা প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা

আত্মহত্যা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঝিনাইদহে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী, সামাজিক ও এনজিও সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

বুধবার (১৬ জুলাই) বেলা ১১টায় জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স কক্ষে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবিএম খালিদ হোসেন সিদ্দিকীর সঞ্চালনায় কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন জেলা সিভিল সার্জন ডা. মো: কামরুজ্জামান, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক রথীন্দ্র নাথ রায়, সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা. মো: মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইফুর রহমান, সহকারী কমিশনার এসএম শাদমান উল আলম, প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল কাজল।

কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন এলাকায় কর্মরত এনজিও কর্মী, সেচ্ছাসেবী, সংবাদকর্মী ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
এসময় আত্মহত্যা প্রতিরোধে নানা দিকনির্দেশনা নিয়ে কথা বলেন বক্তারা। এ লক্ষ্যে স্কুল ক্যাম্পেনিং, প্রচার-প্রচারণার ওপর জোর দেয়ার দাবি জানান তারা।

তারা বলেন, আত্মহত্যা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই। পাশাপাশি সামাজিক অপরাধ, অপরাধপ্রবণতা ও মাদকের আগ্রাসন রোধ করতে হবে। একই ভাবে পারিবারিক সম্পর্ক উন্নতকরণ, শিক্ষার প্রসার, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। আত্মহত্যা একটি মানসিক সমস্যার বহিঃপ্রকাশ। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের সচেতন ভাবে আত্মহত্যা রোধে কাজ করার আহ্বান জানান বক্তারা।

ঝিনাইদহে নদীতে গোসলে নেমে দুইদিন ধরে নিখোঁজ শিশু

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে পানিতে লাফ দিয়ে নাঈম (৯) নামের তৃতীয় শ্রেণির এক শিক্ষার্থী নিখোঁজ রয়েছে। গত দুইদিন অতিক্রম হলেও তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। সোমবার ও মঙ্গলবার ফায়ার সার্ভিস ও এলাকাবাসি তন্ন তন্ন করে খুজেও তাকে উদ্ধার করতে পারেনি। নিখোঁজ শিশু কালীগঞ্জ উপজেলার মাসলিয়া গ্রামের সবজি বিক্রেতা মহিদুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, সোমবার (১৪ জুলাই) দুপুরে গোসল করতে বাড়ির পাশের বুড়ি ভৈরব নদীর হাসিলবাগ ব্রীজের উপর থেকে পানিতে লাফ দেয় নাঈম। এসময় তার সাথে অন্য বন্ধুরা ছিল। সবাই পানি থেকে উঠে আসলেও নিখোঁজ হয়ে যায় নাঈম। পরে ঘটনাটি জানাজানি হলে স্থানীয়রা খোঁজাখুঁজি করেও ব্যর্থ হয়।

খবর দেওয়া হয় কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসকে। তারাও উদ্ধার অভিযান শুরু করে। ফায়ার সার্ভিসের খুলনার ডুবুরি দলও যোগ দেয় উদ্ধার অভিযানে। প্রথম দিন তাকে না পেয়ে রাত ৮টার দিকে উদ্ধার অভিযান বন্ধ করে দেয়।

মঙ্গলবার (১৫ জুলাই) সকাল থেকে আবারও উদ্ধার অভিযান শুরু করে। উদ্ধার অভিযানে তাদের সাথে যোগ দেয় স্থানীয়রা। তবে, পানিতে স্রোত ও প্রচুর কচুরিপানা থাকায় উদ্ধার অভিযানে বিঘ্ন ঘটছে বলে জানান ডুবুরি দল। তবে বিকালে এ রিপোর্ট লিখার আগ পর্যন্ত শিশুটির কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন অফিসার রবিউল ইসলাম জানান, উদ্ধার অভিযান অব্যহত রয়েছে। তবে নদীতে অতিরিক্ত কচুরিপানা থাকায় তাকে খুঁজে পেতে সমস্যা হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে পানির স্রোতে মরদেহ সরে গিয়ে কোন কচুরিপানার মধ্যে আটকে থাকতে পারে।

ঝিনাইদহে জেন্ডার-ইকুয়ালিটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন

ঝিনাইদহে সদর উপজেলা জেন্ডার-ইকুয়ালিটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে সোমবার সকালে ঝিনাইদহের ওয়েলফেয়ার এফোর্টস-উই এর ট্রেনিং সেন্টারে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

উই এর নির্বাহী পরিচালক শরিফা খাতুনের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশ নেন উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা শহিদুল হক, সদর থানার ওসি তদন্ত জহিরুল ইসলাম, ক্রেডিট সুপার ভাইজার তাসলিমা খাতুন, জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রতিনিধি মো: ফারুক হোসেন প্রমূখ। আলোচনা শেষে সদর উপজেলার ১৭টি ইউনিয়নের সভাপতি ও পৌরসভার জেন্ডার -ইকুয়ালিটি ‘র সদস্যদের উপস্থিতিতে কমিটি গঠন করা হয়েছে।

জার্নালিস্ট ময়না খাতুন কে সভাপতি, নুরুল ইসলাম কে সহ-সভাপতি, কেবিএম ফওজিয়া হক জুই কে সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুমা খাতুন সহ ২৫ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা জেন্ডার-ইকুয়ালিটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়।

ঝিনাইদহে উন্নত চিকিৎসা সেবা চালুর দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে আইসিইউ, সিসিইউ, কিডনি ডায়ালাইসিস, এমআরআই এবং সিটি স্ক্যান সেবা চালু ও চীনের প্রস্তাবিত বিশেষায়িত হাসপাতাল দ্রুত স্থাপনের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকালে শহরের ফ্যামেলি জোন রেস্টুরেন্টে ঝিনাইদহ উন্নয়ন

সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ব্যানারে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী আবুল বাশার, সমাজসেবক প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আব্দুস সবুর ও আবু সালেহ মো. মুসা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাব্বির আহম্মেদ জুয়েল, অর্থ সম্পাদক তাজনুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক ফখরুদ্দিন মুন্না, শিক্ষা সম্পাদক ফারুক হোসেন, তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক তারেক মাহমুদ, আইন বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল ওহাব, দপ্তর সম্পাদক আল আমিন হোসাইন, প্রচার সম্পাদক আল মিরাজসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সংগঠনের নেতারা বলেন, ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল জেলার মানুষের স্বাস্থ্যসেবার প্রধান আশ্রয়স্থল হলেও এখানে প্রয়োজনীয় আধুনিক চিকিৎসা সেবা নেই। আইসিইউ, সিসিইউ, ডায়ালাইসিস ইউনিট, এমআরআই ও সিটি স্ক্যানের মতো জরুরি চিকিৎসা সুবিধা না থাকায় জেলার প্রায় ২১ লাখ মানুষ উন্নত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

তারা আরও বলেন, এসব সেবা চালুর পাশাপাশি চীনের অর্থায়নে প্রস্তাবিত বিশেষায়িত হাসপাতাল দ্রুত ঝিনাইদহে স্থাপন করা সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সাধারণ মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান নেতারা।

ঝিনাইদহে বিএনপির সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসুচির উদ্বোধন

দুই লাখেরও বেশি নতুন সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ঝিনাইদহে বিএনপির সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসুচি শুরু হয়েছে।

শনিবার সকালে ঝিনাইদহ শহরের একটি রেষ্টুরেন্টে এ কর্মসুচির

উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি শেখ আব্দুল হালিম খোকন।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনার পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু। অনুষ্ঠানে জেলা ছাড়াও ৬ উপজেলার কয়েক’শ নেতাকর্মী বিএনপির সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসুচি যোগদান করেন।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড এম এ মজিদের সভাপতিত্বে সদস্য সংগ্রহ কর্মসুচির অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা আমিরুজ্জামান খান শিমুল, মীর রবিউল ইসলাম লাভলু, সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু সাইদ, ও তারেকুজ্জামান তারেক বক্তব্য রাখেন।

বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশ নায়ক তারেক রহমানের নির্দেশে বিএনপির সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসুচি শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে তৃণমুলে দল আরো শক্তিশালী হবে। নেতৃবৃন্দ নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসুচি মধ্যে ফ্যাসিষ্ট আ’লীগের নেতাকর্মীরা ঢুকে যেতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে তৃণমুলের নেতারা অভিযোগ করে বলেন, দলের পরীক্ষিত নেতারা আজ মিছিল মিটিংয়ে জায়গা পান না। ৫ আগষ্টের পর যারা দলে সক্রিয় তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এগুলো বন্ধ করতে হবে। বক্তারা জেলা ও উপজেলার কতিপয় নেতার বিরুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট আ’লীগের নেতাকর্মীদের আশ্রয় প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ করেন।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড এম এ মজিদ জানান, ঝিনাইদহের ৬৭ ইউনিয়নের প্রতিটিতে ১৮০০ করে নতুন সদস্য সংগ্রহ করা হবে। এ ছাড়া ৬টি পৌরসভার ৫৪টি ওয়ার্ডে ৯৭ হাজার দুই’শ সদস্য সংগ্রহ করা হবে। সব মিলিয়ে জেলায় দুই লাখ ১৭ হাজার ৮০০ নতুন সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্র রয়েছে।

ঝিনাইদহে খালের দুই ধারের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঝিনাইদহ জেলার উদ্যোগে হরিণাকুন্ডু উপজেলার ৫নং কাঁপাশহাটিয়া ইউনিয়নের দৌলতপুর মান্দারতলা থেকে শাখারীদহ বাজার পর্যন্ত খালের দুই পাশের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করছে।

জানা যায়, খালের দুই ধারে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন অবৈধ স্থাপনা গড়ে উঠেছিল, যা খালের স্বাভাবিক পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিল।

এ নিয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড গতকাল এলাকায় মাইকিং করে অবৈধ দখলদারদের নিজ উদ্যোগে স্থাপনা সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশনা দেয়।

তবে আজ উচ্ছেদ অভিযান চলাকালে কতিপয় স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন করে উচ্ছেদ কার্যক্রম বন্ধের চেষ্টা করেন। কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্তৃপক্ষ কোনো ধরনের চাপ ও হুমকির কাছে নতি স্বীকার না করে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখেন। অভিযানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও উপস্থিত থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা জানান, খালের স্বাভাবিক গতিপথ বজায় রাখতে এবং এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও জনগণের স্বার্থে এই উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান আরও চলবে বলে জানানো হয়েছে।

“হাসিনা চ্যাপ্টার ক্লোজড, আ. লীগ উইল নেভার কাম ব্যাক”-

হাসনাত আব্দুল্লাহ

জাতীয় নাগরিক পার্টির দক্ষিণ অঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেছেন, মধ্য এশিয়ার টেরোরিষ্ট হচ্ছে গুজরাটের কসাই নরেদ্র মোদি। আরেক টেরোরিষ্ট হাসিনাকে প্রশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। হাসিনা নিজে টেরোরিষ্ট এবং তার ছাত্রলীগও টেরোরিষ্ট।

হাসনাত আরো বলেন, বাংলাদেশের আকাশ আজ কালো মেঘের ঘনঘটা। দেশকে নিয়ে দেশ বিদেশে বসে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। ভারতে বসে হাসিনা জুলাই বিপ্লবীদের হত্যার ষড়যন্ত্র করছে অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, আঃ লীগের পেতাত্মারা ভারত ও লন্ডনে বসে যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন বাংলাদেশে আ’লীগের চ্যাপ্টার ক্লোজ, আ’লীগ উইল নেভার কাম ব্যাক।

হাসনাত আব্দুল্লাহ গতকাল বুধবার রাতে ঝিনাইদহ শহরের পায়রা চত্বরে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি ও দেশ গড়ার নতুন প্রত্যয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) পদযাত্রা শেষে এক সমাবেশে বক্তব্যদানকালে এসব কথা বলেন।

সমাবেশে এনসিপির আহবায়ক নাহিদ ইসলাম, সদস্য সচিব আক্তার হোসেন, নাসির উদ্দীন পাটোয়ারি, ডা. তাসনীম জারা, সারজিস আলম, কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব ঝিনাইদহের কৃতি সন্তান তারেক রেজা, শহীদ রাকিবের মা হাফিজা খাতুন ও শহীদ সাব্বিরের পিতা আমোদ আলী বক্তব্য রাখেন।

হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, বিচার ও সংস্কারের আগে দেশে কোন নির্বাচন হবে না। আমাদের যুদ্ধ বাংলাদেশ বির্নিমানের যুদ্ধ। আগে বিচার ও সংস্কার শেষ হোক, তারপর নির্বাচন হবে। নির্বাচিত সরকার বিচার ও সংস্কার করবে কি করবে না এই নিশ্চয়তার মধ্যে আমরা থাকতে চাই না। আমরা হাসিনার বিচার ও সংস্কার নিশ্চিত হয়েই নির্বাচনে যেতে চাই। তাই গণতন্ত্র উত্তরণের পথে যাতে কেউ বাধা হয়ে না দাড়ায় সে দিকে সজাগ থাকতে হবে।

সাংবাদিকদের বেতন দেওয়া হয়না বলে হাসনাত আব্দুল্লাহ অভিযোগ করে বলেন, দেশের বেশির ভাগ সাংবাদিকদের হাতে বুম ও পরিচয়পত্র ধরিয়ে দিয়ে বলা হয় এলাকায় যেয়ে করে খাও।

সমাবেশে এনসিপির আহবায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা

সীমান্তে বিএসএফ পাখির মতো বাংলাদশীদের হত্যা করছে। তিনি বিএসএফকে একটি খুনি বাহিনী হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তারা মানবতা বিরোধী অপরাধ করছে। এখনই তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হবে। তিনি বলেন, সংস্কার, হাসিনা ও আ’লীগের বিচার, নতুন সংবিধান রচনা ও জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করেই ঘরে ফিরবো ইনশাল্লাহ।

নাহিদ ইসলাম ঝিনাইদহে তারেক রেজাকে নির্বাচনের ঈঙ্গিত দিয়ে বলেন আমরা এনসিপির পক্ষ থেকে তারেক রেজাকে আপনাদের মাঝে রেখে গেলাম তিনি আপনাদের উন্নয়নে কাজ করবে, আপনারা তাকে দেখবেন তার পাশে থাকবেন। কর্মসুচি সফল করতে পার্টির জেলা ও থানা পর্যায়ের নেতা- কর্মীরা দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন।

ঝিনাইদহে দাবি আদায়ে স্বাস্থ্য সহকারীদের অবস্থান কর্মসূচী

৬ দফা দাবি আদায়ে ঝিনাইদহে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে স্বাস্থ্য সহকারীরা। মঙ্গলবার সকালে সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের সামনে ঝিনাইদহ হেলথ এ্যাসিস্ট্যান্ট এ্যাসোসিয়েশন এ অবস্থান কর্মসূচীর আয়োজন করে।

ঘন্টা ব্যাপী অবস্থান কর্মসূচিতে দাবি সম্বলিত ব্যানার, লিফলেট নিয়ে জেলা ও উপজেলার স্বাস্থ্য সহকারীরা অংশ নেয়। সেসময় হেলথ এ্যাসিস্ট্যান্ট এ্যাসোসিয়েশন জেলা শাখার প্রধান সমন্বয়ক আমিনুল ইসলাম, সমন্বয়ক ফারুক হোসেন, ওলিউর রহমান, সোহেল রানা, মো. ফরহাদ, আক্তার হোসেনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তরা বলেন, শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক পর্যায়ে উন্নীত করে ইন-সার্ভিস ডিপ্লোমা প্রশিক্ষনের মাধ্যমে টেকনিক্যাল পদমর্যাদা প্রদান ও ১১তম গ্রেডে বেতন স্কেল উন্নীত করাসহ ৬ দফা দাবি বাস্তবায়ন করতে হবে। দাবি বাস্তবায়ন না করা হলে পরবর্তীতে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষনা হুশিয়ারি দেন তারা।

ঝিনাইদহে সুদীপ হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও অপরাধীদের গ্রেপ্তার দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে সুদীপ হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও অপরাধীদের গ্রেফতারের দাবীতে মানববন্ধন করেছে তার বন্ধুরা। সোমবার সকাল ১১ টায় ঝিনাইদহ শহরের প্রাণকেন্ড পায়রা চত্বরে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। মানববন্ধন শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, সুদীপ আত্মহত্যা করেনি তাঁকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। ছোট বেলায় সুদীপের মা মারা যান। পরে তার বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। সৎ মায়ের সঙ্গে বেড়ে উঠলেও পরিবারে রয়েছে তার পালিত ভাই শিলন। সদা হাস্যোজ্জ্বল ও সদালাপী সুদীপ এমনভাবে আত্মহত্যা করবে আমরা সেটি মানতে পারছি না।সুদীপ যদি আত্মহত্যা করবে তাহলে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন থাকার কথা না। তার পরিবারের সদস্যরা শুরু থেকেই ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছিলো। মরদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে সকল প্রকার চেষ্টা ও তদবির চালিয়েছে তারা। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের সময় শ্মশান ঘাটে পরিবারের কাউকেই পাওয়া যায়নি।

সুদীপের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে নেওয়ার পর থেকেই পলাতক রয়েছে সৎ ভাই শিলন। হত্যা না হলে শিলন পালাবে কেন। আমরা সুদীপ হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি।

সংক্ষিপ্ত সমাবেশ থেকে বক্তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে সুদীপ হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের আইনের আওতায় আনা না হলে কঠোর থেকে কঠোরতর কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও সিভিল সার্জন অফিসে স্বারকলিপি প্রদান করবেন তারা।